রাঙিয়ে দিয়ে যাও

প্রবীন জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

২ সম্পাদকীয়

৩ ‘প্রবীণদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত’

৮ কেস স্টাডিসমূহ ও কয়েকটি হাস্যোজ্জ্বল মুখচ্ছবি

১৪ এক নজরে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

ডিসেম্বর ২০২০

সাময়িকী

১ম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

মানুষ প্রবীণ হয়ে জন্মায় না। শৈশবে জীবন শুরু আর বার্ধক্যে শেষ। এই দুই পর্যায়েই মানুষের প্রয়োজন হয় কিছুটা অতিরিক্ত যত্নের। প্রায় প্রতিটি শিশুই পরম মাতৃস্নেহে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেলেও, বৃদ্ধ বয়সে অনেকেই তাঁদের প্রয়োজনীয় সেবাযত্ন থেকে বঞ্চিত হন। অথচ সমাজের সবচাইতে অভিজ্ঞ এবং প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিবর্গ এই প্রবীণ জনগোষ্ঠীরই অংশ। আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮ শতাংশ এবং মোট ভোটারের প্রায় ১৭ শতাংশ প্রবীণ। অর্থাৎ দেশের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক উভয় পরিমন্ডলেই প্রবীণ জনগোষ্ঠী একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক।

জীবনযুদ্ধের নানা চড়াই-উতরাই পার হয়ে আসা এই জনগোষ্ঠীর অনেকেই শারীরিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ এবং কর্মক্ষম না হলেও তাঁদের অভিজ্ঞতার যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া এদের প্রায় সবাই আমাদের কারো না কারো অভিভাবক। তাঁরা নিজেদের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে গেছেন। তাই বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা আমাদের সকলেরই কর্তব্য।

প্রবীণ অধিকার রক্ষায় সরকার বয়স্কভাতা কার্যক্রমসহ বেশ কিছু ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহন করেছে। রয়েছে সুনির্দিষ্ট আইন এবং নীতিমালা। এতদসত্ত্বেও আমাদের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশই প্রতিনিয়তই নানাবিধ অবজ্ঞা ও অবহেলার শিকার হচ্ছেন। এছাড়াও বয়স্ক ব্যক্তিগণ যেসকল সমস্যার সম্মুখীন হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আর্থিক সমস্যা, শারীরিক সমস্যা এবং নিঃসঙ্গতা। এসকল সমস্যা যথাযথভাবে চিহ্নিত করা ও দূর করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ ২০১৬ সাল থেকে ১০৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৬১ জেলার ১৬৩টি উপজেলার ২১৮টি ইউনিয়নে 'প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি' বাস্তবায়ন করছে। প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবা, বিশেষ ঋণ, আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণসহ ০৭টি বিশেষ কার্যক্রমের মাধ্যমে তাঁদের জীবন আরও সহজ ও নিরাপদ করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছে।

অদূর ভবিষ্যতে প্রবীণদের জন্য একটি আলাদা মন্ত্রণালয় হবে, একটি প্রবীণ-বান্ধব ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হবে এবং সর্বোপরি দেশের সকল প্রবীণ 'সর্বজনীন পেনশন স্কিম'-এর আওতাভুক্ত হবেন -- এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেই নিবেদন করছি 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও' সাময়িকীর বর্তমান সংখ্যা।

‘প্রবীণদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত’

মোঃ আব্দুল মতিন, সহকারি মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ

একজন মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মোট পাঁচটি ধাপ বা পর্যায় অতিক্রম করে থাকে। তা হলো-শৈশব, বাল্যকাল, বয়ঃসন্ধিকাল, যৌবনকাল ও বৃদ্ধকাল (প্রবীণকাল)। আমাদের দেশে সাধারণত ষাটোর্ধ্ব বয়সীদের বৃদ্ধ বা প্রবীণ বলে অভিহিত করা হয়। প্রবীণদের বিভিন্ন সরকারি ও সামাজিক সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে এ বয়সসীমা বিবেচনা করা হয়। লক্ষ্য করা যায় যে, আমাদের দেশে সাধারণত তিনটি কারণে মানুষ তুলনামূলকভাবে দ্রুত বার্ধক্যে পৌঁছায়। কারণসমূহ হলো: ১. দারিদ্রতা ২. শারীরিক শ্রম ও অসুস্থতা; এবং ৩. ভৌগোলিক অবস্থান।

জাতিসংঘ-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী ৬০+ বয়সী জনগোষ্ঠীকে প্রবীণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এছাড়া, এ প্রতিষ্ঠানের মতে প্রবীণকে আরও ৩টি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা হয়েছে, যেমন-প্রাচীনতম প্রবীণ (৮০+), শতবর্ষীয় প্রবীণ (১০০+) ও সুপার শতবর্ষীয় প্রবীণ (১১০+) ইত্যাদি। শিল্পোন্নত দেশে ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বছর বয়সী ব্যক্তিদের প্রবীণ হিসেবে বিবেচনা করা হলেও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং জাতিসংঘ ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশের ৬০ (ষাট) বছর এবং তদূর্ধ্ব বয়সী ব্যক্তিগণ প্রবীণ হিসেবে স্বীকৃত হবেন মর্মে জাতীয় প্রবীণ নীতিমালায় উল্লেখ রয়েছে। (সূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বাংলাদেশ সরকারের প্রবীণ নীতিমালা-২০১৩)।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা সাধারণত ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব ব্যক্তিবর্গকে প্রবীণ হিসেবে বিবেচনা করে। এ সংস্থা বয়সভেদে প্রবীণদের দুটি ভাগে ভাগ করেছে। যাদের বয়স ৬৫-৭৪ বছর তাঁদের বলা হয় আগাম প্রবীণ (Early Elderly) এবং যারা ৭৫ ও তদূর্ধ্ব বয়সী তাঁদেরকে বলা হয় প্রাক্তন প্রবীণ (Late Elderly)। তবে, এ শ্রেণিকরণ আফ্রিকা মহাদেশের জন্য কিছুটা ভিন্ন।

প্রবীণের সংজ্ঞা জাতীয় বা আন্তর্জাতিকভাবে যে মানদণ্ডের ভিত্তিতেই দেয়া হোক না কেন-- একথা পরম সত্য যে, বাংলাদেশে বেশিরভাগ প্রবীণের জীবন ব্যাপক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। প্রবীণদের বার্ধক্যজনিত কারণে তাঁদের শারীরিক শক্তি কমে যায়, যার ফলে তাঁরা কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তখন সমাজ তাঁদের বোঝা মনে করে। উদ্বেগের বিষয় হলো যে, মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি এবং মৃত্যুর হার হ্রাসের কারণে ক্রমান্বয়ে বিশ্বব্যাপী প্রবীণের সংখ্যা বাড়ছে । বিশ্বব্যাপী প্রবীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি পরিকল্পনাবিদগণের নিকট দুশ্চিন্তার বিষয় হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে। এ বাস্তবতায় বর্তমানে প্রবীণ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীকে সমন্বিত সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি'র একটি মুখ্য বিষয় হিসেবে গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। নিম্নের পরিসংখ্যানগুলোর মাধ্যমে বিষয়টি সম্পর্কে আরও পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে।

২০১৫ সালে বিশ্বে ৬০ বছরের বেশি মানুষের সংখ্যা ছিলো মোটি ৯০১ মিলিয়ন; যা ২০৩০ সালে বেড়ে হবে ১.৪ বিলিয়ন (বিশ্বের মোটি জনসংখ্যার ১৬.৫%)। এ বর্ধিত প্রবীণ জনসংখ্যার প্রায় ৬৭% উন্নয়নশীল দেশসমূহে বসবাস করবে। আগামী ২০৫০ সালে প্রবীণ জনসংখ্যা বেড়ে দুই বিলিয়নে দাঁড়াবে; যা মোটি জনসংখ্যার ২১.৬%। বাংলাদেশ বর্তমানে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট উপভোগ করছে (মোটি জনসংখ্যার ৬২% যুব); যা আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করছে। দুঃখের বিষয় হলো যে, আগামী ২০৩১ সাল থেকে এ সুবিধা কমতে শুরু করবে। ফলে আমাদের অর্থনীতিতে বেশ চাপ পড়বে।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত ‘প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩’-এর তথ্যানুযায়ী দেখা যায় যে, ২০১১ সালে দেশে প্রবীণের সংখ্যা ছিল মাত্র ১১.৩ মিলিয়ন; যা বর্তমানে প্রতিবছর ৪.৪১% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে মোটি জনসংখ্যার ৭-৯% প্রবীণ। ১৯৭৪ থেকে ২০১১ এর জাতীয় আদমশুমারি অনুসারে দেখা যায় যে, দেশে প্রবীণদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে।

একারণে প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখাসহ সামাজিক অধিকার নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়েছে; তা না হলে আমরা টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারবো না। কিন্তু যে হারে প্রবীণ জনসংখ্যা বাড়ছে, সে তুলনায় আমরা তাঁদের স্বাস্থ্য নিয়ে যত্নবান হচ্ছি না। পূর্বে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা বয়স্কদের যত্নের ব্যাপারে সচেতন ছিলো; কিন্তু এখন পরিস্থিতি পরিবর্তিত হচ্ছে। মানুষের সামাজিক এবং মানসিক মূল্যবোধ পরিবর্তনের কারণে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি দ্রুত পরিবর্তীত হচ্ছে; যা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় উৎকণ্ঠার বিষয়। বর্তমানে প্রবীণ জনগোষ্ঠী বিভিন্নভাবে (শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে) অবহেলার শিকার হচ্ছে।

আমাদের সমাজে বয়স্ক ব্যক্তিরা সাধারণত যে সকল নিরাপত্তাহীনতা বা সমস্যাবলীর মুখোমুখি হয়ে থাকেন, তন্মধ্যে স্বাস্থ্যজনিত নিরাপত্তাহীনতা অন্যতম। বাংলাদেশে প্রবীণরা (পুরুষ ও মহিলা উভয়ই) একাধিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগে থাকেন- যেমন: শারীরিক দুর্বলতা, দাঁতের সমস্যা, শ্রবণ সমস্যা, দৃষ্টিশক্তি সমস্যা, শরীরের ব্যথা, পিঠে ব্যথা, বাতজনিত ব্যথা এবং পেশী শক্ত হওয়া, হাড় ক্ষয়জনিত সমস্যা, ডিমেনশিয়া (স্মৃতিভ্রম), পারকিনসন (হাত কাঁপা), গ্লুকোমা, ছানি, অস্টিওপোরোসিস, বিবর্ধিত প্রোস্টেট, আলঝেইমার রোগ, ম্যাসকুলার অবক্ষয়, বিষণ্নতা, দীর্ঘায়িত কাঁশি, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, বুক ধড়ফড়, উচ্চ রক্তচাপ, ক্যান্সার, ঘুমের ব্যাঘাত এবং কোলন, স্তন ও জরায়ু ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়াসহ বিভিন্ন রোগে ভোগেন, যা নিরসনে দীর্ঘমেয়াদি মনো-সামাজিক চিকিৎসা এবং নার্সিংয়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এছাড়া, আমাদের সমাজের প্রবীণগণ বিভিন্ন ধরণের সামাজিক সমস্যা বা নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বসবাস করেন। প্রবীণদের এসকল চ্যালেঞ্জ ভালভাবে অনুধাবনের লক্ষ্যে নিম্নরূপ ক্যাটিগরীতে ভাগ করা যেতে পারে।

নিচের ডায়াগ্রাম অনুযায়ী দেখা যায় যে, আমাদের দেশের প্রবীণদের জন্য নিরাপত্তা বিধান বা তাঁদের সমস্যা নিরসন করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ সমস্যা বা নিরাপত্তাহীনতাগুলোকে কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত যায়- যেমন ঃ ১) মধ্যবর্তী সমস্যা, ২) তাৎক্ষণিক সমস্যা, ৩) ভিত্তিমূলক সমস্যা; এবং ৪) মৌলিক সমস্যা। এ সমস্যাগুলোর প্রধান কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, আর্থিক দৈন্য, চিকিৎসা-সেবার ঘাটতি, প্রবীণদের পরিষেবার জন্য অপ্রতুল সরকারি বাজেট বরাদ্দ এবং সঠিক পরিকল্পনার অভাব। এছাড়া,

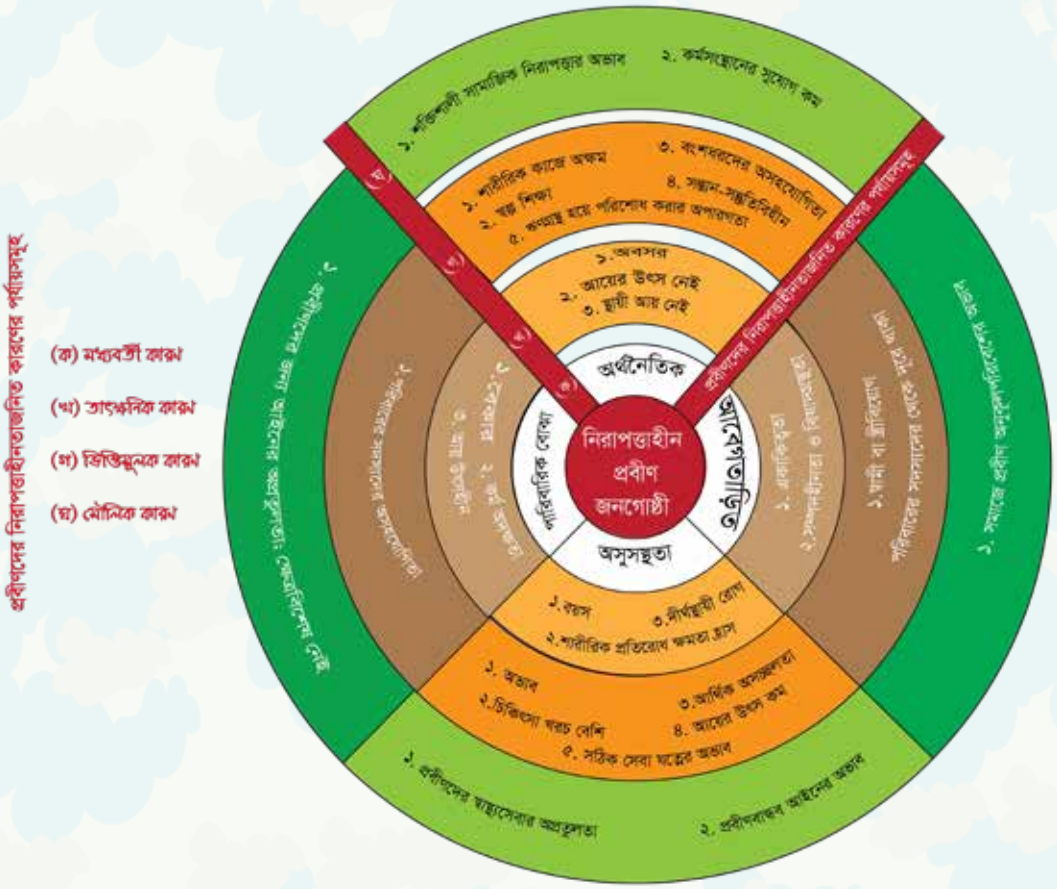

ডায়াগ্রাম : প্রবীণদের নিরাপত্তাহীনতা বা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জসমূহের কারণ

বাধ্যতামূলক অবসরজনিত কারণে তাঁরা অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন এবং অনেকে কাজের খোঁজে শ্রম বাজারে ভিড় জমাচ্ছেন। ফলে, শ্রমবাজারে অস্থিরতা দেখা দিচ্ছে। প্রবীণগণ জীবন মেয়াদি বিভিন্ন অসংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে থাকেন। এতে করে তাঁদের দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা ও সেবার প্রয়োজন পড়ে, যা অনেক পরিবারের পক্ষে বহন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এ কথা সত্য যে, বার্ধক্য প্রক্রিয়া সর্বজনীন, তবে অভিন্ন নয়। আমরা জানি যে, প্রবীণদের বিভিন্ন রোগ, সামাজিক ও মানসিক সমস্যা থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে। এ সমস্যাগুলোর বিষয়ে সচেতনতা অবলম্বন করা গেলে বয়সের সাথে সম্পর্কিত রোগ-ব্যাধি এবং এর ফলে সৃষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি ও জটিলতা রোধ করা যেতে পারে। যেমন-স্ত্রী মৃত্যুর পরে নি:সঙ্গ জীবন যাপনের কারণে পুরুষরা অনেক সময় হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। পরিণামে তারা স্ট্রোক করে বা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে কাউন্সেলিং করে এ জাতীয় নেতিবাচক প্রবণতা রোধ করা যেতে পারে। এছাড়া, ধূমপান থেকে বিরত থাকা, ওজন হ্রাস করা, নিয়মিত হাঁটা বা ব্যায়াম এবং সুষম খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে প্রবীণদের সুস্থতা নিশ্চিত করা যেতে পারে। আশার কথা হলো যে, বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাত জনগণের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় পূর্বের চেয়ে কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে। ফলে, মানুষের গড় আয়ু (বর্তমানে ৭২.৪৯ বছর) বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া, মহিলাদের আয়ু এখন পুরুষদের তুলনায় বেশি। পাশাপাশি, সমাজে অনেক প্রতিবন্ধী প্রবীণও রয়েছেন, যাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম। তাই, প্রবীণদের স্বাস্থ্য সেবা/পরিসেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে শ্রেণি ও লিঙ্গ বৈষম্যরোধে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার আবশ্যকতা রয়েছে। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব জনমিতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য ও সমাজসহ সব ক্ষেত্রেই পড়ে। তাই, তাদের জন্য এমন কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন, যার মাধ্যমে পরিবার ও সমাজে প্রবীণদের মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

এছাড়া, প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে তাদের কল্যাণের জন্য পরিচালিত কার্যক্রমে সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগও দিতে হবে।

'সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোল (সিডিসি)'-এর মতে দেখা যায় যে, ৬৫ বয়সোর্ধ্ব প্রবীণদের মৃত্যুর প্রধান কারণ হৃদরোগ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণ যথাক্রমে ক্যান্সার ও ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারী ডিজিস (সিওপিডি) । প্রবীণ ব্যক্তিদের প্রায়শ: জ্ঞানীয় (স্মৃতিভ্রম সমস্যা) দুর্বলতাজনিত সমস্যা দেখা যায়। মালয়েশিয়ার এক জরিপ প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, বিশ্বের ২২.৪% জনগণ এ জাতীয় সমস্যায় ভুগছে। মানসিক ও স্নায়ুবিক বিষয়ক ব্যাধি ডিমেনশিয়া ৫-৭% প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে হতাশাগ্রস্ত করে ফেলছে। প্রবীণদের রোগ-ব্যাধি ইস্যুতে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে পরিচালিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ২১.১% বয়স্ক রোগীদের মধ্যে ডায়াবেটিস মেলিটাস, ১২.৫% রোগীর হাঁপানি, ১১.২% রোগীর চোখের ছানি, ৬.৬% রোগীর নাক, কান ও গলাজনিত সমস্যা, ৫.৯% রোগীর ম্যালিগন্যান্সি (ক্যান্সার) এবং ৫.৬% প্রবীণের প্রস্টেটের মাংস বৃদ্ধি এবং ১-৬% পর্যন্ত আর্থ্রাইটিসজনিত সমস্যা বিদ্যমান।

প্রবীণদের নানাবিধ সমস্যার কথা বিবেচনা করে আমাদের সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৫নং অনুচ্ছেদে প্রবীণদের অধিকারের ব্যাপারে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। বর্তমান সরকার ১৯৯৬ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রবীণদের জন্য বয়স্ক ভাতা চালু করেন। এ সময়ে বয়স্ক ভাতা বাবদ বাজেটে বরাদ্দ ছিলো ৪৯.৫ কোটি টাকা এবং মোট ৪০,০১১ জন প্রবীণকে এই ভাতা প্রদান করা হয়। বর্তমানে প্রায় ৪৯ লক্ষ প্রবীণকে বয়স্ক ভাতার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে এবং বর্তমান অর্থবছরে (২০২০-২০২১) শুধু বয়স্ক ভাতা বাবদ সরকারের বরাদ্দ ছিলো ২,৯৪০ কোটি টাকা। করোনাকালীন প্রবীণদের দুর্ভোগের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে করোনা মহামারীকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে প্রণোদনা ঘোষণা করেন সেখানে তিনি ১১২টি ঝুঁকিপূর্ণ উপজেলায় শতভাগ বয়স্কভাতা প্রদানের এবং পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের সকল উপজেলা এই বয়স্কভাতা কর্মসূচির আওতায় আনার ঘোষণা দেন। এ উপজেলাগুলোর প্রায় ৫ লক্ষ প্রবীণের জন্য ৩০০ কোটি টাকা বয়স্ক-ভাতা প্রদানের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এই ভাতার উদ্দেশ্য হলো- প্রবীণদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং পরিবার ও সমাজে প্রবীণদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা। পাশাপাশি, বর্তমান সরকার বয়স্কদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রত্যেক এলাকায়

কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম চালু করেছে। ইউনিয়ন ভিত্তিক কমিউনিটিতে যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি আছে সেখানে প্রায় ৪০ রকম রোগ-ব্যাধির ঔষধ দেওয়া হয়; যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এছাড়া, উক্ত কেন্দ্রগুলোতে প্রবীণদের ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস পরীক্ষা, ওজন মাপা এবং বিভিন্ন প্রকার প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করে সে অনুযায়ী নিয়মিতভাবে চিকিৎসাসেবা দেয়া হচ্ছে।

পিকেএসএফ-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে (মে ০২, ১৯৯০) দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মানব মর্যাদায় উন্নীত করতে ও দারিদ্র্য দূরীকরণে বহুমাত্রিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ ধারাবাহিকতায় পিকেএসএফ সরকারের পাশাপাশি 'জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩'-এর সাথে সংগতি রেখে দেশের প্রবীণ মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য জানুয়ারি ২০১৬ সাল হতে 'প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি' শীর্ষক একটি কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। উক্ত কর্মসূচিটি বর্তমানে ৬১টি জেলার ১৬৩টি উপজেলায় নির্বাচিত ১০৬টি সহযোগী সংস্থার কর্ম-এলাকাভুক্ত ২১৮টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর আওতায় প্রায় ৪.১০ লক্ষ প্রবীণের সার্বিক কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য ৭টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

তন্মধ্যে ১. প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন, ২. পরিপোষকভাতা(বয়স্ক ভাতা) প্রদান, ৩. প্রবীণদের জন্য সম্মাননা ও প্রবীণদের সেবা প্রদানকারী শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা, ৪. অতিদরিদ্র ও সক্ষম প্রবীণদের জন্যে বিশেষ ঋণ সুবিধা ও প্রশিক্ষণ প্রদান, ৫. প্রবীণ স্বাস্থ্যসেবা (Geriatric Nursing) প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্যারা-ফিজিওথেরাপিস্ট তৈরি, ৬. প্রবীণ ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের জন্য সামাজিক বিশেষ সুবিধা (জীবন সহায়ক সামগ্রী বিতরণ ও মৃত ব্যক্তির সৎকারের জন্য অর্থ প্রদান) প্রদান; ৭. নিঃস্ব ও আশ্রয়হীন প্রবীণদের নিজভূমে নিবাসের ব্যবস্থাকরণ ইত্যাদি। এছাড়া, প্রবীণদের কল্যাণে বিশেষ সঞ্চয় ও পেনশন স্কীম গঠন কর্মসূচি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ কর্মসূচিটি মাঠ পর্যায়ে সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য কর্ম-এলাকাগুলোতে ইউনিয়ন, ওয়ার্ড ও গ্রামভিত্তিক প্রবীণ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এইসকল কমিটি স্থানীয় প্রবীণদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ করে থাকে। ফলে, তাঁরা নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জন করে সমাজে বিভিন্নভাবে সম্মানিত ও ক্ষমতায়িত হচ্ছেন। এছাড়া, প্রতিটি ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রে প্রবীণদের জন্য বিভিন্ন ধরনের চিত্ত-বিনোদন (টিভি দেখা, পেপার পড়া ও গান-বাজনার আয়োজন), খেলাধুলা ও স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তদুপরি, সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মএলাকায় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে স্ট্যাটিক ও স্যাটেলাইট ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে রেজিস্টার্ড ডাক্তার দ্বারা নিয়মিতভাবে প্রবীণসহ অন্যান্য সদস্যদের চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ দৈনন্দিন স্বাস্থ্যসেবা ছাড়াও করোনা মহামারী থেকে রক্ষার জন্য প্রবীণদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন পরামর্শমূলক সেবা দিয়ে আসছেন। ফলশ্রুতিতে, প্রবীণ জনগোষ্ঠী মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থতার সাথে হেসে-খেলে প্রশান্তির মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করছেন। এতে করে, আমাদের সমাজ ব্যবস্থা তাঁদের অভিজ্ঞতার আলোয় বিভিন্নভাবে আলোকিত হচ্ছে; যা আমাদের টেকসই উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করছে। এ প্রেক্ষিতে, পিকেএসএফ-এর অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় যে, প্রবীণদের সুস্থতাসহ সামগ্রিক নিরাপত্তার জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যায়, তাহলে তাঁদের আরও নিবিড়ভাবে সেবা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

১. প্রবীণদের সুস্থতা ও যথাযথ যত্ন নিশ্চিতকরণের জন্য পরিবারের সদস্যদের সংগে আলাপ আলোচনা করা;

২. পরিবারের সদস্য, শিক্ষার্থী ও অনুশীলনকারীদের মাধ্যমে প্রবীণদের প্রশিক্ষণ দেয়া;

৩. বয়স্কদের প্রবীণ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করা;

৪. প্রবীণদের টেকেয়ার করার বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা;

৫. প্রবীণদের জন্য বিনোদনের ব্যবস্থা করা ও প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবার জন্য স্বাস্থ্য-কেন্দ্রভিত্তিক বিভিন্ন সেবা ও বিনোদন সামগ্রী সহজলভ্য করা;

৬. প্রবীণদের গৃহ-অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাঙ্গন চিকিৎসা সেবা/পরিষেবা এনজিও-দের মাধ্যমে আরও প্রসারিত করা;

৭. বয়স্কভাতা, পেনশন স্কিম, স্বাস্থ্য-বীমা ইত্যাদি বড় ধরনের সামাজিক সুরক্ষাগুলো প্রবীণদের জন্য নিশ্চিত করা;

৮. হাসপাতালগুলোতে প্রবীণদের বিশেষ চিকিৎসা সুবিধা প্রদান ও পরিবহন খরচ ফ্রি করে দেওয়া;

৯. প্রবীণদের সঠিক সংখ্যা নিরূপণের জন্য জরুরিভিত্তিতে একটি জরিপ পরিচালনা করে-সে অনুযায়ী তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা;

১০. প্রবীণদের আর্থিক নিরাপত্তার জন্য সক্ষম প্রবীণদের জন্য আয়-বর্ধনমূলক কার্যক্রমের ওপর প্রশিক্ষণ আয়োজন ও তাঁদের জন্য উপযুক্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করা; এবং

১১. সর্বোপরি, প্রবীণদের ধূমপান থেকে বিরত থাকা, ওজন হ্রাস, নিয়মিত হাঁটা বা ব্যায়াম এবং সুষম খাদ্য গ্রহণের বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে সুস্থ-সবল রাখা সম্ভব হলে দেশ ও জাতি ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে।

প্রবীণদের সুরক্ষার বিষয়ে বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা থাকার পরেও সমাজের সকল ক্ষেত্রে তাঁদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং তাঁদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়নি। দেশ গঠনে প্রবীণদের ভূমিকার কথা স্মরণ করে একটি প্রবীণ-বান্ধব সমাজ গঠন করা এখন সময়ের দাবি। জীবন সায়াহ্নে চলা আসা এ মানুষগুলো সুস্থভাবে যথাযথ মর্যাদা নিয়ে হাসি আনন্দের মধ্যে যেন বেঁচে থাকতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারি-বেসরকারি সকল পক্ষকে এগিয়ে আসতে হবে।

পিকেএসএফ-এর প্রবীণ ঋণ-
ফেরালো তামেরীর সুখের দিন !!

চা বাগান আর পাহাড়ে ঘেরা মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলাধীন আদমপুর ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের কোনাগাঁও গ্রামের একজন বাসিন্দা তামেরী বেগম (৬৫)। এ অঞ্চলের গ্রামগুলোতে সেসময়ে শিক্ষার প্রসার কম থাকায় অল্প বয়সেই গ্রামের মেয়েদেরকে বিয়ে দেয়া হতো। গ্রামের অপর দশটি মেয়ের মত তামেরী বেগমকেও তার বাবা-মা দেখেশুনে পাশের গ্রামের এক যুবকের সাথে বিয়ে দিয়ে দেন। সুখে-দুখে বেশ ভালই চলছিল তাদের সংসার। বিয়ের দু'বছর যেতেই তাদের কোল আলো করে একটি কন্যা সন্তান জন্ম নিল। ধীরে ধীরে কন্যা বড় হতে থাকল। কন্যাটির বয়স যখন পাঁচ বছর তখন একদিন তামেরী বেগম জানতে পারলেন যে, তাঁর স্বামী তাঁকে ও তাঁর কন্যাকে ফেলে রেখে অপর একজন মেয়েকে বিয়ে করে অন্যত্র সংসার শুরু করেছেন। এ ঘটনায় হঠাৎ করে তাঁর জীবনে অন্ধকারের কালোছায়া নেমে আসে। শুরু হয় তার জীবনের নিসঙ্গতা ও একমাত্র অবুঝ শিশুকে নিয়ে সামাজিক প্রতিকূল পরিবেশে পথ চলা। এহেন পরিস্থিতিতে, তিনি আয়ের কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। সামাজিক বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা বিশেষতঃ মেয়েদের ঘর থেকে বের হয়ে আয় রোজগার করার বিষয়টি ছিল অনেকটা অসম্ভব ব্যাপার। অনন্যোপায় হয়ে অন্যের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে তিনি কোন রকমে সংসারের খরচ নির্বাহ করতে শুরু করেন। একদিন তাদের গ্রামের এক বাড়ির আঙিনায় তিনি দেখতে পেলেন হীড বাংলাদেশ-এর মহিলা সমিতির ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ক কাজ। তিনি প্রতিবেশী এক সদস্যের সহযোগিতায় সংস্থার নিয়মানুযায়ী উক্ত সমিতির একজন সদস্য হিসেবে ভর্তি হন। ১৯৯৪ সালে সমিতির মাধ্যমে তিনি সংস্থা থেকে প্রথম ২,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের টাকায় তিনি শাড়ি বুননের জন্য সুতা প্যাচানোর একটি মেশিন ক্রয় করেন এবং অন্যের বাড়িতে ঝি এর কাজ বাদ দিয়ে নিজের পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি অসীম ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার সাথে নিজের আয় দিয়ে সংসারের খরচ নির্বাহ ও ঋণের কিস্তি পরিশোধের পাশাপাশি নিয়মিত সঞ্চয় করতে শুরু করেন। এভাবে প্রতিবছর ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে আয়ের কাজ পরিচালনার মধ্য দিয়ে চলতে থাকে তার সংগ্রামী জীবন। নিয়মিত সঞ্চয়ের মাধ্যমে তিনি জমি বন্ধক, ছাগল, গাভী, হাঁস-মুরগি পালন প্রভৃতি কাজে বিনিয়োগ করেন। কৃষিকাজে নিয়োজিত হওয়ার পর তিনি সুতা প্যাচানোর কাজ প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন, তবে মেশিনটি ঘরে যত্ন করে রেখে দেন। এভাবে চলতে চলতে তিনি এক সময় তার মেয়ের বিয়ে দেন এবং মেয়েকে সংসারী হতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করেন। মেয়েকে বিয়ে দেয়ার পর তার জমানো টাকা প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়।

দৃঢ় প্রত্যয়ী তামেরী বেগম মেয়ে-জামাইয়ের সংসারে গলগ্রহ হয়ে থাকায় আগ্রহী নন। তিনি বিভিন্ন উপায়ে কিছুটা আয় করে অনেক কষ্টে সংসার চালাতে থাকেন। ইতোমধ্যে তার বয়স ৬০ বছর পূর্ণ হওয়ায় সংস্থার ঋণ কার্যক্রমের নীতিমালা অনুযায়ী তাকে সমিতির সদস্যপদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। দীর্ঘদিন নিয়মিতভাবে না চালানোর কারণে অচল প্রায় সুতা পেচানো মেশিনটা অর্থের অভাবে মেরামত করে পুরানো পেশা চালু করতে পারছিলেন না। এমনি পরিস্থিতিতে, তামেরী বেগম জীবন-জীবিকার উপায় নিয়ে আরও হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে যান। কিন্তু, তিনি জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়ার পাত্রী নন! তাই, তিনি নতুন উপায় উদ্ভাবনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি প্রতিনিয়ত প্রবীণ বয়সের উপযোগী আয়বর্ধনমূলক কাজের খোঁজ করতে থাকেন।

পিকেএসএফ এর প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় হীড-বাংলাদেশ কর্তৃক আদমপুর ইউনিয়নের প্রবীণ জরিপে তিনি একজন সাধারণ সদস্য হিসেবে এ কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত হন। একদিন তিনি দেখতে পান যে, বেশ কয়েকজন প্রবীণ তাঁদের ওয়ার্ডের একটি বাড়িতে একত্রিত হয়ে মনোযোগ দিয়ে হীড-বাংলাদেশ এর কর্মকর্তাদের কথা-বার্তা শুনছেন। তিনি কৌতুহলী মন নিয়ে দেখার জন্য সেখানে উপস্থিত হন। এলাকার প্রবীণ ব্যক্তিগণ উপস্থিত হয়ে তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা বিশেস করে কর্মসংস্থানের বিষয়ে আলাপ আলোচনা করছেন। ওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে তিনি একদিন জানতে পারলেন যে, হীড বাংলাদেশ, পিকেএসএফ-এর আর্থিক সহায়তায় কর্মক্ষম প্রবীণদের জন্য তাদের আয়বর্ধনের লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা দিচ্ছে। তখন তিনি নতুন করে বেঁচে থাকার আলোক বর্তিকা খুঁজে পান। যে কথা সেই কাজ! তামেরী বেগম আর দেরি না করে সোজা হীড-বাংলাদেশ এর অফিসে চলে আসেন। হীড-বাংলাদেশের পুরনো সদস্য হওয়ায় এবং প্রবীণ কর্মসূচির ঋণ নীতিমালা শর্তানুযায়ী তামেরী বেগমকে ঋণ প্রদানে কোন বাধা না থাকায় সংস্থার কর্মকর্তাগণ ১২/০২/২০২০ তারিখে তাঁকে এ কর্মসূচির আওতায় প্রথম দফায় ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করেন। তামেরী বেগম সেই টাকা দিয়ে তাঁর পুরোনো মেশিন মেরামত এবং সুতা ক্রয় করে পুনরায় শুরু করেন সুতা পেচানোর সেই ঐতিহ্যবাহী কাজ। বয়সের কারণে তিনি আগের মত কঠোর পরিশ্রম করতে না পারলেও বর্তমানে দৈনিক এক কেজি কেজি সুতা পেচানোর কাজ করতে পারেন। প্রতি কেজি সুতা পেচানোর বিনিময়ে তিনি ২০০-২৫০ টাকা মজুরী পান। তিনি এখন সুতা পেচিয়ে যা আয় করেন তার মাধ্যমে সংসারের খরচ চালিয়েও নিয়মিতভাবে ঋণের কিস্তি দিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া, উক্ত আয়ে তাঁর নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্রাদিও কিনতে পারছেন। হীড বাংলাদেশের মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর প্রবীণ ঋণ নিয়ে তিনি প্রবীণ বয়সেও সাবলম্বী হয়ে মর্যাদাপূর্ণ ও সুস্থ জীবনযাপন করছেন। প্রবীণ বয়সে তাঁর পাশে দাঁড়ানোর জন্য তিনি পিকেএসএফ এবং হীড- বাংলাদেশ-এর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

প্রবীণ-পরিপোষক ভাতা পেলে- আয়, ক্ষমতা ও সম্মান মেলে!!

এলাকার প্রায় সকলেই মোখলেছুর রহমানকে অতিদরিদ্র পরিবারের পোষ্য ভারাক্রান্ত একজন কর্তা হিসেবেই চেনেন। তিনি চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার ৮নং কদলপুর ইউনিয়নের আমির পাড়া গ্রামের একজন স্থায়ী বাসিন্দা। ৬৬ বছর বয়সী মোখলেছুর রহমান পেশায় একজন কৃষি দিনমজুর। তাঁর ৪ জন মেয়ে ও ২ জন ছেলে। মেয়েরা ও ১ম ছেলে সুস্থ ও স্বাভাবিক হলেও ২য় ছেলে মানসিক প্রতিবন্ধী। ছয় সন্তান ও স্ত্রীসহ আট সদস্যের পরিবার তার। অন্যের জমিতে কাজের মজুরি এবং স্ত্রীর ঝিয়ের কাজের বিনিময়ে অর্জিত অর্থ দিয়ে কোন মতে চলে তাঁদের সংসার। নিজের আয়ের যৎসামান্য সঞ্চয় ও সমাজের সকলের সহযোগিতায় তিনি পর্যায়ক্রমে ৩ মেয়ে ও বড় ছেলের বিয়ে সম্পন্ন করেন। বর্তমানে এক মেয়ে ও প্রতিবন্ধী ছোট ছেলে অবিবাহিত অবস্থায় তার সংসারে রয়েছে। ১ম ছেলে বিবাহের কিছুদিনের মাধ্যে পিতা-মাতার সংসার থেকে পৃথক হয়ে আলাদা সংসার শুরু করে। ছেলের ঘরে নাতি ও নাতনির জন্ম হওয়ায় তার পক্ষেও বাবার সংসারে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। বয়সের ভারে মোখলেছুর রহমান বর্তমানে আগের মত আর পরিশ্রম করতে পারেন না। অবিবাহিত মেয়ে ও প্রতিবন্ধী ছেলেসহ ৪ সদস্যের পরিবার নিয়ে তিনি দিশাহারা হয়ে পড়েন! বিভিন্ন সময়ে ছোট মেয়ে, প্রতিবন্ধী ছেলে ও নাতি-নাতনি তাদের শখের দ্রব্যাদি কিনে দেয়ার বায়না ধরলেও নিত্য পণ্যের উর্ধ্বগতির এই দিনে সংসারের খরচের পর তাদের খুশির জন্য কিছু করা তার পক্ষে আর হয়ে উঠে না। তাছাড়া বৃদ্ধ বয়সে নিজের ও স্ত্রীর নানাবিধ অসুস্থতা প্রতিকারের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধও নিয়মিতভাবে কেনা সম্ভব হয় না। তিনিও তো রক্তে মাংসে গড়া একজন মানুষ। তার মনেও তো আনন্দ আহ্লাদের অনুভূতি রয়েছে। কিন্তু অভাবের কারণে তার মনের আহ্লাদ জেগে উঠার সুযোগ না পেয়ে ক্রমান্বয়ে হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম। বুক ভরা হতাশা নিয়ে তিনি দিনাতিপাত করতে থাকেন।

পিকেএসএফ-এর আর্থিক সহযোগিতায় ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) কদলপুর ইউনিয়নে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি শুরু করে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় দরিদ্র প্রবীণ ব্যক্তিদেরকে মাসিক ৫০০/- টাকা হারে পরিপোষক ভাতা প্রদানের কার্যক্রম রয়েছে। পরিপোষক ভাতা প্রাপ্তির মানদণ্ডের নিরিখে মোখলেছুর রহমান এ কর্মসূচির একজন উপযুক্ত সদস্য হিসেবে মনোনীত হন। তিনি বর্তমানে প্রতিমাসে ৫০০/- টাকা করে পরিপোষক ভাতা পাচ্ছেন। পরিপোষক ভাতা প্রাপ্তির ফলে তার মনের দীর্ঘদিনের সুপ্ত আশা পুনরায় জেগে উঠে। ভাতার টাকা দিয়ে তিনি নিজের ও স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য কিছু ঔষধ ক্রয়ের পাশাপাশি কন্যা, পুত্র ও নাতি-নাতনির জন্য শখের খাবার এবং খেলনা কিনে দিতে পারছেন। প্রবীণ বয়সে এ বাড়তি অর্থ তাকে পরিবারের লোকদের নিকট বিশেষত নাতি-নাতনির নিকট বেশ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি করে তুলেছে। তিনি আইডিএফ-এর মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর প্রবীণ পরিপোষক ভাতা পেয়ে আর্থিকভাবে ক্ষমতায়িত হয়ে নিজের পরিবার, ছেলের পরিবার, সমাজের নিকট সম্মানীত হয়েছেন। তিনি আইডিএফ ও পিকেএসএফ-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং সবার কাছে দোয়া প্রার্থনা করেন।

জুলমত আলীর হুইল চেয়ার– পথ চলার শেষ হাতিয়ার!!!

জুলমত আলী ফরাজী'র বাড়ি মুন্সিগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী উপজেলার সিংহের নন্দন গ্রামে। যুব বয়সে জুলমত ফরাজী অনেক পরিশ্রমী ছিলেন। পেশা হিসেবে কৃষি কাজ, ব্যবসা, নৌকা চালিয়ে সংসারের ব্যয়ভার নির্বাহ ও ছেলে–মেয়েদের ভরণপোষণ করতেন। এছাড়া নিজ এলাকায় কাজের সংকটের সময় মাঝে মাঝে তিনি রাজশাহী, নঁওগা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ভোলা এলাকায় গিয়ে ফেরি করে হাঁড়ি–পাতিল বিক্রি করতেন। তার চার ছেলে ও দুই মেয়ে। সবগুলো ছেলে–মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। ছেলে–মেয়েরা সবাই নিজেদের সংসার নিয়ে ব্যস্ত। বর্তমানে ৯০ বছর বয়স্ক জুলমত আলী স্ত্রীকে নিয়ে জরাজীর্ণ একটি ঘরে বসবাস করছেন। ছেলেদের অভাবের সংসার। যে যখন যতটুকু পারে বাবা–মা কে সাহায্য করে। এভাবে কায়–ক্লেশে তাদের প্রবীণ জীবন চলছে। চার বছর আগে স্ট্রোকের কারণে তার শরীরের একপাশ পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে যায়। তারপর থেকে জুলমত ফরাজী ভালভাবে চলতে–ফিরতে পারেন না। তাই সারাদিন ঘরের ভিতর বিছানায় শুয়ে–বসে তাঁর দিন কেটে যায়।

পল্লী কর্ম–সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)–এর আর্থিক সহযোগিতায় রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)–এর মাধ্যমে মুন্সিগঞ্জ জেলার আড়িয়ল ইউনিয়নে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি শুরু করে। এ কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে অসহায় ও অচল প্রবীণদের জীবন–সহায়ক সামগ্রী (হুইল চেয়ার, ওয়াকিং স্টিক ও ছাতা ইত্যাদি) বিতরণ করা একটি অন্যতম কাজ। ২০১৮ সালে এ কর্মসূচির আওতায় জুলমত আলীকে একটি ওয়াকিং স্টিক (লাঠি) দেয়া হয়। লাঠিতে ভর দিয়ে কোন রকমে চলার চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু তা তাঁর জন্য যথেষ্ট নয়। একটি হুইল চেয়ার হলে তাতে বসে বাইরে যাওয়াসহ প্রয়োজনীয় চলাফেরা সহজ হতো। ছেলেদের আর্থিক সংকটের কারনে তার সে আশা বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না। এ অবস্থায় রিক এ কর্মসূচির আওতায় জুলমত ফরাজীকে একটি হুইল চেয়ার প্রদান করে। এ চেয়ারে বসে তিনি অন্ধকার ঘর থেকে বাইরের আলো–বাতাস উপভোগ করছেন এবং নাতি–নাতনিদের সাথে হেসে–খেলে জীবন কাটাচ্ছেন। এছাড়াও তিনি চেয়ারে বসে নিজে চালিয়ে বা অন্যের সহযোগিতায় বাড়ির আশে পাশের বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারছেন। তিনি এখন জীবন সহায়ক চেয়ার পেয়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে সচল হয়েছেন।

সামাজিক কেন্দ্রের সুফল–
প্রবীণ হলো প্রাণ–চঞ্চল !!

'সামাজিক কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা পল্লী কর্ম–সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)–এর প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির একটি সৃজনশীল অনুষঙ্গ। পিকেএসএফ–এর অর্থায়নে পরিচালিত এ কর্মসূচির আওতায় 'ওয়েভ ফাউন্ডেশন' কর্তৃক চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলাধীন 'মনোহরপুর' ইউনিয়নের ধোপাখালী গ্রামে ২০১৯ সালে একটি 'সামাজিক কেন্দ্র' নির্মাণ করা হয়। তখন থেকে কেন্দ্রটি অত্র এলাকায় প্রবীণদের সেবাকেন্দ্র ও মিলনমেলার স্থান হিসেবে পরিচিতি পায়। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া মানুষের মানসিক প্রশান্তি ও বিনোদনের উৎস হিসেবে কেন্দ্রটি বর্তমানে কাজ করছে। ইতোমধ্যে 'প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র' প্রবীণদের কাছে প্রাণপ্রিয় স্থান হিসেবে সমাদৃত হয়েছে; যেখানে প্রতিদিন দলে দলে মিলিত হচ্ছে অত্র এলাকার অসংখ্য প্রবীণ ও তরুণ। চলছে পারস্পারিক সুখ–দুখের অনুভূতি বিনিময়, খেলাধুলা, বিনোদন, খবরের কাগজ পড়া ও সামাজিক কোন্দল নিষ্পত্তির মাধ্যমে সৌহার্দ্য বন্ধনের মধুর খেলা। মাঝে মাঝে দেখা যায় চায়ের কাপে দেশ–বিদেশের খবর নিয়ে প্রবল কথার ঝড়। কখনও আবার দেখা যায় নবীন–প্রবীণের মেলবন্ধনের সেতু স্বরূপ কেন্দ্রের আশে–পাশে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ আয়োজন। বিশেষ করে পড়ন্ত বিকেলে সর্বস্তরের জনগণের মিলনমেলায় আনন্দের ফল্গুধারা অনেকের কাছে 'বিধাতার সেরা উপহার' বলে মনে হয়। কেন্দ্রটি এখন নবীন–প্রবীণগণ আন্ত:প্রজন্ম অভিজ্ঞতা বিনিময়ের নিরাপদ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করে আসছে।

প্রবীণ জীবনযাত্রায় সামাজিক কেন্দ্রের প্রভাব জানতে গিয়ে কথা হয় প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রে আসা একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রবীণের সাথে। নাম তাঁর জনাব আশরাফ আলী। তিনি পার্শ্ববর্তী রাজাপুর গ্রামের একজন বাসিন্দা। এ প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রে তিনি শুরু থেকে নিয়মিতভাবে যাতায়াত করে আসছেন। উৎফুল্ল চিত্তে তিনি জানান যে, ক'দিন আগেও একটু বিনোদনের জন্য, কারো সঙ্গে কথা বলার, এমন কি এক কাপ চা খাওয়ার জন্য কোন চায়ের দোকানে বসার অবস্থা ছিল না। এছাড়া, নিজের সম্মান রক্ষার্থে যুবদের কাছ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতে হয়েছে। এখন কেন্দ্রে এসে যুবদের নিয়ে সম্মানের সাথে সমাজের অনেক সেবামূলক কাজ করার সুযোগ হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি ব্যক্তিগত অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন যে, প্রবীণ বান্ধব সমাজ প্রতিষ্ঠায় দেশের সব জনপদে এ জাতীয় 'প্রবীণ কেন্দ্র' নির্মাণ করা অত্যন্ত জরুরি। এই কেন্দ্রকে ঘিরে পরিচালিত হচ্ছে প্রবীণদের সেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন। এছাড়া, সমাজের ছোট–খাট অপরাধের বিচার–সালিশ, সরকারি–বেসরকারি বিভিন্ন সেবাসমূহ, প্রবীণদের জন্য স্বাস্থ্যক্যাম্প আয়োজন, ফিজিওথেরাপি সেবা, পরিপোষক ভাতা প্রদান এবং শীতবস্ত্র, লাঠি, কমোড ও হুইল চেয়ার বিতরণের কার্যক্রম এ কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। পাশাপাশি, প্রবীণদের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ সেবা ও সমাজ সচেতনতামূলক বিভিন্ন সভা–সেমিনারও এ কেন্দ্রে আয়োজন করা হয়ে থাকে। এককথায় বলা চলে, পিকেএসএফ–এর অর্থায়নে ওয়েভ ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রটি সমাজের দ্বীপ শিখা হিসেবে অফুরন্ত আলো ছড়াচ্ছে। নির্মিত এ প্রবীণ কেন্দ্রটিকে প্রবীণ সেবার বাতিঘর হিসেবে তৈরির স্বপ্নদ্রষ্টাকে এলাকার প্রবীণ সদস্যগণ আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন।

প্রবীণ কর্মসূচির অবদান– জয়নালের চক্ষু ছানির অবসান!!

জনাব মোঃ জয়নাল আবেদিন (৭০)। বাড়ি–দামপাড়া, আড়িয়ল, টঙ্গীবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ। ১৯৬৮ সালে তিনি আড়িয়ল স্বর্ণময়ী উচ্চ বিদ্যালয়ে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। অভাবের কারনে সংসারের কাজে নিয়োজিত হওয়ায় তিনি আর মেট্রিক (এসএসসি) পরীক্ষা দিতে পারেনি। তিনি পেশায় একজন কৃষক। তার ৬ মেয়ে ও ১ ছেলে। পর্যায়ক্রমে ছেলে–মেয়েদের বিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ–বৃদ্ধা দু'জনে বর্তমানে ছেলের সংসারে বসবাস করছেন। বয়সের ভারে তিনি সংসারের কাজ আর তেমন করতে পারেন না। ছেলে পল্লীবিদ্যুৎ এর লাইনম্যানের কাজ করে। এ বয়সেও জয়নাল আবেদিনের খবরের কাগজ পড়ার বেশ নেশা আছে। খবরের কাগজ পড়ে তিনি দেশ–বিদেশের খবর জানতে পারেন। এতে করে তিনি মানসিক শান্তি পান। বৃদ্ধ বয়সে তার চোখে ছানি পড়ার কারণে জয়নাল আবেদনি চোখে ঠিকমত দেখতে পারেন না। কিন্তু, আগের মত চোখে না দেখলেও সে খবরের কাগজ পড়ার নেশা ছাড়তে পারে না। ছেলের সংসারের অভাবের কারণে ছেলেকে জোর দিয়ে চশমা কিনে দেয়ার কথাও বলতে পারেন না। মনের দুঃখ চেপে রেখে জয়নাল আবেদিন অন্যের কাছ থেকে পত্রিকার খবর শুনে থাকেন।

পল্লী কর্ম–সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)–এর আর্থিক সহযোগিতায় রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) মুন্সিগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ি উপজেলার আড়িয়ল ইউনিয়নে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। তিনি রিক কর্তৃক পরিচালিত এ কর্মসূচির আওতায় দামপাড়া প্রবীণ কমিটির একজন ভাল সদস্য। প্রবীণ কমিটির মাসিক সভায় তিনি জানতে পারেন যে, আড়িয়ল স্বর্ণময়ী উচ্চ বিদ্যালয়ে ২৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে রিক সংস্থা থেকে চোখের ডাক্তার আসবে ছানি অপারেশনের উদ্দেশ্যে। অবশেষে, সেখানে গিয়ে তিনি চোখ দেখান। ডাক্তার তার চোখ পরীক্ষা করে ছানি অপারেশনের পরামর্শ দেন। ডাক্তারের পরামর্শক্রমে স্বল্প খরচে ছানি অপারেশন করে তিনি চশমা গ্রহণ করেন। চশমা পড়ে তিনি বর্তমানে ভাল আছেন। এখন তিনি খবরের কাগজসহ সবকিছু পড়তে পারেন। দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়ে তিনি আবার প্রশান্তিতে বসবাস করছেন। তিনি এখন পিকেএসএফ এবং রিক–কে ধন্যবাদ দিয়ে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করেন।

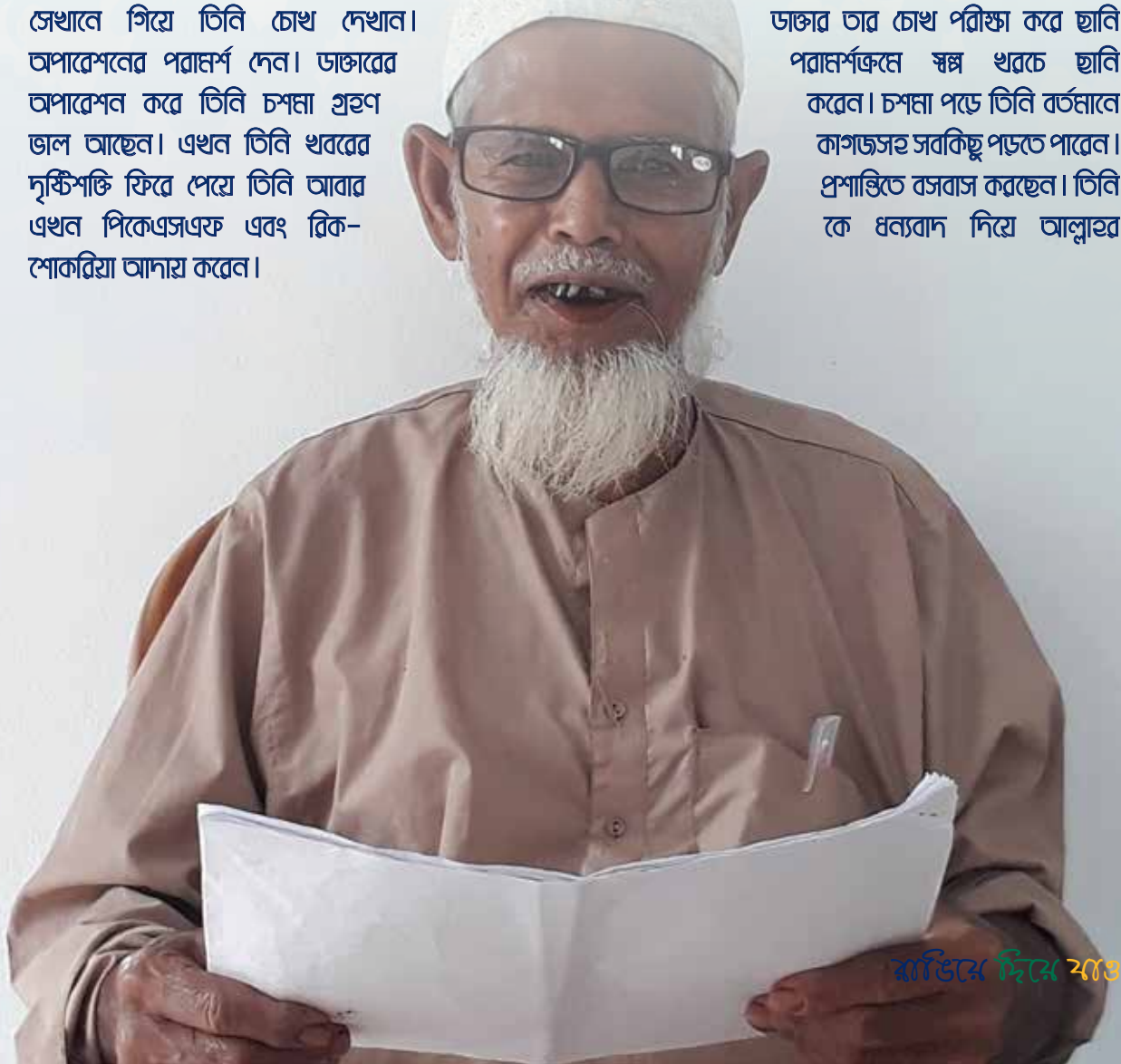

এক নজরে প্রবীন জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি
(ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত)

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পিকেএসএফ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে উপযুক্ত ঋণ কার্যক্রম ও অন্যান্য সমন্বিত উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে আসছে। এই ধারাবাহিকতায় প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সার্বিক কল্যাণে গত ২৯ জুন ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের ১৯৭তম সভায় 'প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি' শীর্ষক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য 'কর্মসূচি ও নীতিমালা' অনুমোদিত হয়। এরপর ১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ থেকে 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও' স্লোগান সামনে রেখে 'প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি'র কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। বর্তমানে কর্মসূচিটি ১০৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশব্যাপী ২১৮টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় ৪.০৫ লক্ষ প্রবীণকে সংগঠিত করে তাদের বিভিন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করা হচ্ছে। প্রবীণদের বিনোদনের জন্য সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন, স্বাস্থ্যসেবা, পরিপোষক ভাতা, বিভিন্ন জীবন-সহায়ক সামগ্রী, বয়োজ্যেষ্ঠ প্রবীণ ও শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা এবং নিঃস্ব প্রবীণকে নিবাসনের ব্যবস্থা করাসহ সক্ষম প্রবীণদের নমনীয় ঋণ বিতরণের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির উল্লিখিত কার্যক্রমের আওতায় ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

- ২০১৬ সালে 'প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি'র আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।
- প্রথম ধাপে ১৯টি সহযোগী সংস্থা ২০টি ইউনিয়নে (সমৃদ্ধিভুক্ত ১৬টি ও সমৃদ্ধি বহির্ভূত ৬টি ইউনিয়ন) কর্মসূচি শুরু করা হয়।
- পরবর্তীতে কয়েকটি ধাপে সর্বমোট ২১৮টি ইউনিয়নে (সমৃদ্ধিভুক্ত ১৮৩ এবং সমৃদ্ধি বহির্ভূত ৩৫টি) এর কর্ম-পরিসর সম্প্রসারণ করা হয়।
- বর্তমানে ২০৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ৮টি বিভাগের ৬১টি জেলার ১৬৩টি উপজেলার ২১৮ টি ইউনিয়নে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- এ কর্মসূচির আওতায় ইউনিয়ন জরিপের মাধ্যমে ৬০ বছরের বেশি বয়সী নারী ও পুরুষ ব্যক্তিকে শনাক্ত করে প্রবীণ হিসেবে তাদের এ কর্মসূচির আওতায় সংগঠিত করা হয়েছে। বর্তমানে ২১৮টি ইউনিয়নের আওতায় ২,০৬,৬৯৬ জন নারী ও ১,৯৯,২০৪ জন পুরুষ অর্থাৎ ৪,০৬,৮০০ জন প্রবীণ ব্যক্তিকে এ কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।
- এ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নসমূহের প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে ওয়ার্ড প্রবীণ কমিটি এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে একটি করে ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে ১,৯৬২টি ওয়ার্ড কমিটি ও ২১৮টি ইউনিয়ন কমিটি রয়েছে।
- ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পর্যায়ে গঠিত কমিটি প্রতিমাসে ১টি করে সভা আয়োজন করে থাকে। এ পর্যন্ত ওয়ার্ড কমিটির ৪২,৩২৯টি ও ইউনিয়ন কমিটির ৪,৭৭৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- 'প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি'ভুক্ত প্রতি ইউনিয়নে সর্বোচ্চ ১০০ অসহায় প্রবীণকে মাসিক ৫০০/-টাকা করে পরিপোষক ভাতা প্রদান করা হয়। অক্টোবর ২০২০ মাস পর্যন্ত সমৃদ্ধিভুক্ত সকল ইউনিয়নে এ কর্মকাণ্ড চলমান ছিল। তবে, সরকার কর্তৃক ১১৫টি উপজেলার শতভাগ প্রবীণকে বয়স্কভাতা প্রদানের লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্ত করায় উক্ত উপজেলাসমূহের আওতাভুক্ত ৪৬টি ইউনিয়নে পিকেএসএফ কর্তৃক ভাতা প্রদান স্থগিত করা হয়েছে। বর্তমানে ১৭২টি ইউনিয়নে উক্ত পরিপোষক ভাতা নিয়মিতভাবে প্রদান করা হচ্ছে।
- এ কর্মসূচির শুরু থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ২০,০০০ জন প্রবীণকে ২৭.৪৬ কোটি (সাতাশ কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ) টাকা (ক্রমপুঞ্জিভূত) পরিপোষক ভাতা (বয়স্কভাতা) প্রদান করা হয়েছে।
- প্রবীণ কর্মসূচিভুক্ত সকল ইউনিয়নে দরিদ্র প্রবীণদের মৃত্যুর পর তাদের সৎকারের জন্য মৃতের পরিবারকে এককালীন ২,০০০ টাকা প্রদান করা হয়। এ খাতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ৮,৩৩০ টি পরিবারকে ১.৬৭ কোটি (এক কোটি সাতষট্টি লক্ষ) টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

- সমাজে অনন্য অবদানের জন্য প্রতিবছর প্রত্যেক ইউনিয়নের ৩ জন প্রবীণ ব্যক্তিকে সম্মাননা প্রদান করা হয়ে থাকে। এ যাবৎ ২,৬০৭ জন প্রবীণ ব্যক্তিকে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।
- সঠিকভাবে পিতা-মাতার সেবা-যত্ন করার জন্য প্রতিবছর কর্মসূচিভুক্ত প্রত্যেক ইউনিয়নে ৩ জন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে সম্মাননা প্রদান করা হয়ে থাকে। এ যাবৎ ১,৩২৭ জন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।
- সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচিভুক্ত ১৮৩টি ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচি বর্হিভূত শুধুমাত্র ৩৫টি প্রবীণ কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় স্যাটেলাইট ক্লিনিক-এর মাধ্যমে প্রবীণদের বিভিন্ন সেবা-পরিসেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। এ যাবৎ মোট ২.১০ লক্ষ প্রবীণকে উক্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে।
- প্রবীণ নেতৃবৃন্দকে (ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন কমিটির সদস্য, সম্পাদক ও সভাপতি) এ কর্মসূচির ওপর ওরিয়েন্টেশন প্রদানের জন্য প্রতি ইউনিয়নে প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশন কোর্স আয়োজন করা হয়েছে। এ কর্মকাণ্ডের আওতায় এ যাবৎ মোট ১৬,৬৬৮ জন প্রবীণ নেতাকে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে।
- সংস্থার প্রবীণ কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নসমূহে নিয়োজিত ঋণ কার্যক্রমের কর্মকর্তা ও কর্মীদের এ কর্মসূচির ওপর ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় এ যাবৎ মোট ৯২০ জন কর্মকর্তা/কর্মীকে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে।
- শারীরিকভাবে সক্ষম ও কর্ম উদ্যোগী প্রবীণদের বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কাজের (যেমন: হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল পালন ও ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রভৃতি) ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ১৫,১১১ জন প্রবীণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- কর্মক্ষম ও আগ্রহী প্রবীণদের আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে সহযোগিতার জন্য প্রবীণ বান্ধব ঋণ নীতিমালা অনুমোদনের মাধ্যমে 'প্রবীণ জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধন ঋণ' শীর্ষক ঋণ কার্যক্রমের আওতায় নমনীয় ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। এ খাতে এ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে ১৮.৬০ কোটি (আঠারো কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা ঋণ অনুমোদন করা হয়েছে এবং ৪২টি সহযোগী সংস্থায় তা বিতরণ করা হচ্ছে।
- এ যাবৎ সংস্থা পর্যায়ে 'প্রবীণ জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধন ঋণ' কার্যক্রমের আওতায় ৭.১০ কোটি (সাত কোটি দশ লক্ষ) টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রবীণ ব্যক্তিগণ তাদের জন্য উপযোগী খাতসমূহে এ ঋণ বিনিয়োগের মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কাজে সফলতা দেখিয়েছে।
- প্রবীণদের সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিতকরণ এবং আনন্দঘন পরিবেশে জীবন যাপনের লক্ষ্যে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নসমূহে একটি করে প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর আওতায় অদ্যাবধি ৯৮টি ইউনিয়নে প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।
- প্রবীণদের জীবনযাপন সহজিকরণের জন্য বিশেষ সহায়ক উপকরণ হিসেবে অসহায় প্রবীণদের মাঝে এ পর্যন্ত ৩৩,৮৪৮টি কম্বল, ১১,৮৬১টি ওয়াকিং স্টিক, ৮৮১ টি হুইল-চেয়ার, ৬,২৮৯ টি ছাতা, ১১,৪৬৩টি চাদর ও ৫,৬২৫টি কমোড-চেয়ার বিতরণ করা হয়েছে। এ সহায়তার আওতায় এ পর্যন্ত মোট ৬৯,৯৬৪টি উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।
- পিকেএসএফ-এর উদ্যোগে প্রবীণদের সার্বিক কল্যাণে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ২টি সহায়ক সংগঠন তৈরি করা হয়েছে। সংগঠন ২টি হলো-"প্রবীণ অধিকার মঞ্চ, বাংলাদেশ" এবং 'বাংলাদেশ ডিমেনশিয়া ফ্রেন্ডস্ কমিটি'। এক্ষেত্রে, 'প্রবীণ অধিকার মঞ্চ, বাংলাদেশ' প্রবীণদের সার্বিক উন্নয়নে সরকারের নীতিমালার আলোকে অন্যান্য উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও একটি প্রবীণ-বান্ধব সমাজ গঠনে সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। পক্ষান্তরে, ডিমেনশিয়া ফ্রেন্ডস্ কমিটি বাংলাদেশ তথা বিশ্বব্যাপী প্রবীণদের ডিমেনশিয়া রোগ বিস্তার প্রতিরোধে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করছে বলে আশা করা হচ্ছে। এ দু'টি জাতীয় প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রবীণ-সেবামূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

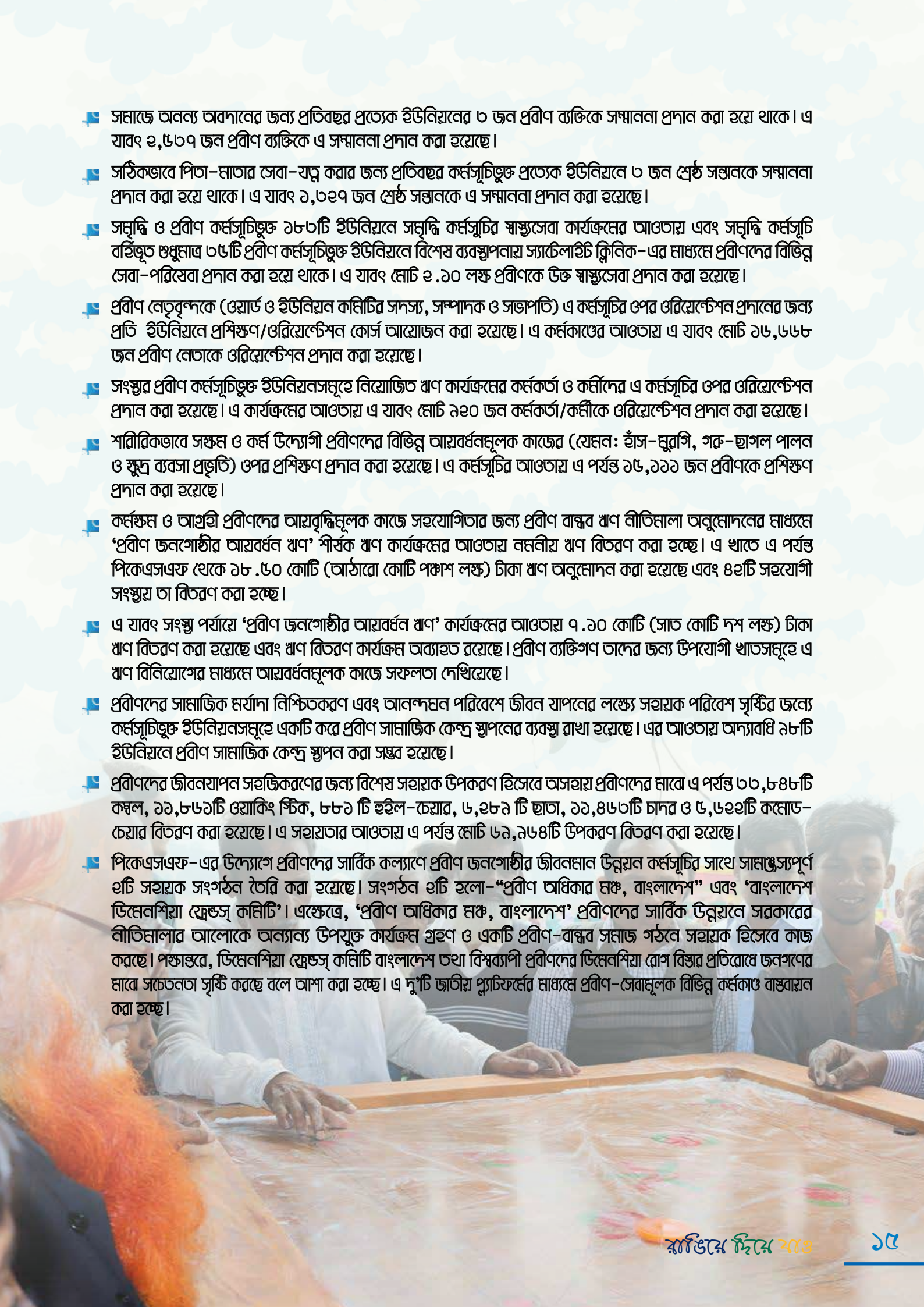

উপদেশক

ড. মোঃ জসীম উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সম্পাদক মন্ডলী

মোঃ মশিয়ার রহমান
মোঃ আব্দুল মতিন
মোঃ গোলাম রব্বানী
মোঃ মাসুম কবির
এইচ. এম. শাহারিয়ার

ফটোগ্রাফি ও সম্পাদকীয় ডিজাইন

সবুজ চন্দ্র হাওলাদার

প্রবীণ কর্মসূচি ও সহযোগী সংস্থা

রাঙিয়ে দিয়ে যাও

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
পিকেএসএফ ভবন, প্লট: ই-৪/বি, আগারগাঁও
প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ওয়েবসাইট: www.pksf-bd.org